বিটিভির অলিখিত কালচার

কালো তালিকাভুক্ত শিল্পী

সম্প্রতি প্যাকেজ ফোরামের আহ্বানে সর্বস্তরের শিল্পীদের এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। রাজনৈতিক পরিচয়ে বিটিভির চাঙ্ক ক্রয় ও কালো তালিকাভুক্তির কারণে শিল্পীরা সীমাহীন হতাশার মাঝে আছেন বলে আয়োজকদের দাবি। পক্ষান্তরে কেউ কেউ দাবি করেছেন কালো তালিকাভুক্তির বিষয়টি এরশাদ ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেও ছিল। সরকার পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় শিল্পীদের কালো তালিকাভুক্তির বিষয়ে একটি বিশ্লেষণ...

দৃশ্যপট এক : জনপ্রিয় নজরুলগীতির শিল্পী শবনম মুস্তারী। তিনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। বিটিভির তালিকাভুক্ত বিশেষ গ্রেডের শিল্পীও তিনি। যার মাসে ন্যূনতম তিনটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার কথা। অথচ গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হঠাৎ করে বিটিভি থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পথ বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমে তিনি বুঝতে পারেননি। কিছুদিন পর বিটভি কর্তৃপক্ষের কাছে কারণ জানতে চাইলে তারা শুধু জানায় সময় হলে ডাকা হবে। সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ দেখাতে পারেনি।

দৃশ্যপট দুই : বর্তমান সরকারের আমলে নবীন অভিনয় শিল্পী শ্রাবন্তীকে হঠাৎ করে বিটিভিতে নিষিদ্ধ করা হয়। তার অভিনীত কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় না। তার অভিনীত অনেক ধারাবাহিক ও বেশ কয়েকটি খণ্ড নাটক বিটিভিতে জমা আছে। যা বিটিভি কর্তৃপক্ষ প্রচার করতে রাজি নয়। প্রযোজনা সংস্থাকে শর্ত দেয় শ্রাবন্তী অভিনীত অংশ বাদ দিয়ে অন্য কোনো শিল্পীকে দিয়ে রিস্যুট করালে তবেই অনুষ্ঠান প্রচার হবে। রিস্যুট করার পর এখন বিটিভিতে একটি ধারাবাহিক নাটক প্রচার হচ্ছে।

দৃশ্যপট তিন : একজন নির্মাতা বিটিভি থেকে অনুমতি পেয়েছেন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান নির্মাণের জন্য। সম্প্রতি তিনি বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন কিছু তথ্য সংগ্রহের জন্য। তার ধারণা সাংবাদিকরা বলে দিতে পারবে বিটিভিতে কালো তালিকাভুক্ত কারা। তিনি অনুষ্ঠান নির্মাণের পর যেন বিপদে না পড়েন। বা কালো তালিকাভুক্ত কাউকে নেয়ার কারণে যেন বন্ধ না হয় অনুষ্ঠান। এ ধরনের সমস্যা বা ভীতির কারণ একজন শবনম মুস্তারী, শ্রাবন্তী বা দু'একজন নির্মাতার নয়, অনেক সৃজনশীল ব্যক্তিরই। অথচ সরকার বা বিটিভি কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে নেই কোনো মাথাব্যথা। তারা ব্যস্ত সরকারকে খুশি করতে অথবা নিজেদের রোষানল মিটাতে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিটিভির পরিবর্তনের জোয়ার সবার জানা। যা দেখতে দেখতে মানুষের কাছে বিষয়টি এখন গা সওয়া। তবে বর্তমান সময়ে শিল্পীদের কালো তালিকার বিষয়টি সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। বিটিভি কর্তৃপক্ষ কখনই স্বীকার করেন না বিটিভিতে কালো তালিকা বলে কিছু আছে। অথচ এই অলিখিত কালো তালিকা কালচারের কারণে শিল্পী হারাচ্ছেন তার নিজস্ব সত্তা। দর্শক তার প্রিয় শিল্পীর পারফর্মেন্স দেখা থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। নির্মাতাকে অনুষ্ঠান নির্মাণে বিনিয়োগ করে থাকতে হচ্ছে অনিশ্চয়তায়। দেশের একমাত্র জাতীয় প্রচার মাধ্যম বিটিভি থাকায় তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে এর দিকে। সম্প্রতি একুশে টিভি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হতাশায় ভুগছেন এই কালো তালিকার শিল্পীরা। এ ছাড়া রাজনৈতিক পরিচয়ে চাঙ্ক ক্রয়ের বিষয়টিও আশাহত করেছে পারফর্মার-নির্মাতাদের।

রামেন্দু মজুমদার, আসাদুজ্জামান নূর, রাশিদা মহিউদ্দিন, শ্রাবন্তীসহ আরো অনেকে বর্তমান সরকারের সময় অলিখিত কালো তালিকার আওতাভুক্ত রয়েছেন

কালো তালিকা ভুক্তভুগি অভিনয় শিল্পী শ্রাবন্তী

যেভাবে কালো তালিকার যাত্রা শুরু

পাকিস্তান আমলে রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণার পরপরই শুরু হয় কালো তালিকার যাত্রা। সে সময় কালো তালিকাভুক্ত করা হয় প্রগতিশীল শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের। সে সময়ের কালো তালিকাভুক্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি সুফিয়া কামাল, কলিম শরাফী, ড. নীলিমা ইব্রাহীম, সানজিদা খাতুন, ওয়াহিদুল হকসহ অনেকেই। যাদের কর্মকান্ড তৎকালীন পিটিভিতে (ঢাকা স্টেশন) প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়। এরপর এই নীতির ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে কালো তালিকাভুক্ত মাথাচাড়া দেয় এরশাদ সরকারের আমলে। এরশাদ সরকারের সময় রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার, মামুনুর রশীদসহ ১৩ জনের নামে কালো তালিকা তৈরি করা হয়। এ সময় এদের সব কার্যক্রম বিটিভিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

এরশাদ সরকারের পতনের পর বিএনপি ক্ষমতায় এলে কালো তালিকার ব্যবহার কিছুটা কমে যায়। তবে বিএনপি সরকারের বছর ঘুরতে না ঘুরতে আবার শুরু হয় কালো তালিকার ব্যবহার। এ সময় হঠাৎ করেই কোনো কারণ ছাড়াই আওয়ামী লীগপন্থী শিল্পী, সাহিত্যিক, নির্মাতা, সংবাদ পাঠকদের বিটিভিতে কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী, বিএনপিসহ প্রত্যেক সরকারের এই অলিখিত কালো তালিকা প্রচলন চলে আসছে।

‘কালো তালিকা কোনো সভ্য দেশে থাকতে পারে না। যারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না তারাই এ ধরনের তালিকার আশ্রয় নেয়। কালো তালিকা মিডিয়াতে কোনো অবস্থাতেই থাকা উচিত নয়।’

মামুনুর রশিদ

নাট্য ব্যক্তিত্ব

ভুক্তভোগীদের কিছু কথা ও অন্যান্য

পাকিস্তান আমলে টিভির কালো তালিকার কথা বাদ দিয়ে স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করা। এরশাদ সরকারের সময় রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ, ফেরদৌসী মজুমদার, তারিক আনাম, পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবর্ণা মুস্তাফা, হুমায়ূন ফরীদিসহ প্রগতিশীল ধারার অনেকেই কালো তালিকাভুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে রামেন্দু মজুমদারের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, ‘একজন সৃজনশীল শিল্পীর রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না কেন, তাই বলে তার শিল্পী সত্তা বিকাশের মাধ্যম থেকে সে বাদ পড়ে যাবে?’ বিগত বিএনপি সরকারের সময়ে বিটিভিতে কালো তালিকাভুক্তদের সংখ্যা কম বর্তমানে বিএনপি ক্ষমতায় এসে অতীতের রেকর্ড ভেঙেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বর্তমান ও অতীতে বিএনপি'র শাসনামলে কালো তালিকা ভুক্তদের মধ্যে রয়েছেন রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ, তারানা হালিম, আসাদুজ্জামান নূর, আলী যাকের, সারা যাকের, ইনামুল হকসহ প্রগতিশীল আরও অনেকে এবং সংবাদ পাঠিকাদের মধ্যে রয়েছেন রাশিদা মহিউদ্দিন, সংগীতের মধ্যে রয়েছেন একজন পপ তারকা, যার সঙ্গে কথা হলে তিনি নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, ‘বিটিভিতে প্রচারত ‘পপ শো’ নামের একটি অনুষ্ঠানে আমার একটি গান রেকর্ডিং হলো। যে তারিখে প্রচার করার কথা তখন প্রচার হলো না। কারণ সম্পর্কে কিছুই জানায়নি। এরপর থেকে আমার কোনো গানই প্রচার হয়নি।’ আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিটিভিতে যারা কালো তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আমজাদ হোসেন, খুরশীদুজ্জামান উৎপল, বাবুল আহমেদ, দিলারা জামান, শবনম মুস্তারী, বেবী নাজনীন, আরিফুল হক প্রমুখ। যেহেতু বিএনপি ঘরানার শিল্পী- সাহিত্যিকদের সংখ্যা কম। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, কালো তালিকা বলতে বিটিভিতে লিখিত কিছু নেই। বিটিভির কিছু কিছু সুযোগসন্ধানী প্রযোজক, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সরকারকে খুশি করতে নিজেরাই আগ বাড়িয়ে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়। এ ছাড়া রয়েছে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব। বিটিভির কর্মকর্তারা সরকারি দলের কতিপয় সদস্যের সহযোগিতায় এই তালিকা তৈরি করে। যাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হয় সে ছাড়া এ সম্পর্কে আর কেউ জানে না। ভুক্তভোগী যদি কারণ সম্পর্কে জানতে চায় তাহলে তাকে জানানো হয়, সময় ও সুযোগ বুঝে ডাকা হবে। এর বেশি কিছু নয়। আবার অনেক সময় বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত নাটকও প্রচার হয় না। এ ছাড়াও বিটিভি নিজস্ব কর্ম কর্তাদের ক্ষেত্রে একটি বিষয় প্রচলিত আছে যা হলো সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপছন্দের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের নিমকোতে পরিবর্তন করা। একই কালচারের ধারাবাহিকতায় বিটিভির নিজস্ব নাটকও প্রচার হয়নি কালো তালিকাভুক্ত লেখকের লেখার কারণে। এমন ঘটনা ঘটে এরশাদ সরকারের সময়ও। ম. হামিদের প্রযোজনায় নাটক ‘একটি মোটা মানুষের কাহিনী’, শফিক রেহমানের ‘যাত্রী’ উল্লেখযোগ্য। ‘যাত্রী’ নাটকটি অবশ্য এরশাদ সরকারের পতনের পর প্রচার হয়। বিটিভির অলিখিত কালো তালিকার কারণে একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিল্পী সমাজ অর্থাৎ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। অন্যদিকে দর্শক। বিটিভিতে এমন ঘটনাও রয়েছে, অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে সেই মুহূর্তে বন্ধ করে দেয়া। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ‘দৃষ্টি ও সৃষ্টি’র ক্ষেত্রে। সেই অনুষ্ঠান প্রচার হয়েছিল ২৫ এপ্রিল ’৯৯ সালে। অনুষ্ঠানটিতে কবি আল মুজাহিদীর সাক্ষাৎকার চলছিলো। এমন সময় তথ্যমন্ত্রীর ফোনে বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রচারিত ‘দৃষ্টি সৃষ্টি’ বন্ধ করে সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রচার করে। নতুন কুঁড়ির মতো শিশুদের অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। সে রূপ বর্তমান বিএনপি সরকারের আমলে পরিপ্রেক্ষিত, শুভেচ্ছাসহ অনেক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। একজন ভালো নির্মাতা বা নাটক রচয়িতার নাটক কালো তালিকার কারণে প্রচার হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে একজন অভিনয় শিল্পীর বেলায়ও ঘটে একই ঘটনা। যার কারণে নির্মিত হচ্ছে না ভালো নাটক, এমনকি ভালো অনুষ্ঠান। যার জন্য দর্শক বঞ্চিত হচ্ছে ভালো অনুষ্ঠান দেখা থেকে। একজন শিল্পীর স্বাধীনতার ওপর হচ্ছে হস্তক্ষেপ। যার কারণেই শাসকগোষ্ঠীকে তুষ্ট করার লক্ষ্যেই তৈরি হচ্ছে এক ধরনের শিল্পী। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান নির্মাণের আশায় ছুটতে হচ্ছে, যা থেকে ভেঙে যায় সৃজনশীলতার মেরুদন্ড।

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০ কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে জিতে নিন
ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা ৩টি বিমান টিকেট, রঙিন টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর এবং...
বিস্তারিত দেখুন ৫৪ ও ৫৫ পৃষ্ঠায়

সংকুচিত হয়ে পড়ে সংস্কৃতি অঙ্গন। অভিনয়ের ক্ষেত্রে অনেকেই সেলভ সেন্সরড হয়ে পড়ছেন। অনেক শিল্পী ভালো কাজ করছে অথচ এর কবলে পড়ে পরবর্তীতে কাজ বন্ধ করে দিচ্ছেন। যার কারণে নতুন সৃজনশীল শিল্পী তৈরি হচ্ছে না। নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, 'কালো তালিকা কোনো সভ্য দেশে থাকতে পারে না। যারা প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে না তারাই এ ধরনের তালিকার আশ্রয় নেয়। কালো তালিকা মিডিয়াতে কোনো অবস্থাতেই থাকা উচিত নয়।' আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কালো তালিকাভুক্ত শবনম মুস্তারীর সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, কালো তালিকা বলতে আপনি যা বোঝাতে চাচ্ছেন, তার সঙ্গে আমি একমত নই। তালিকা একটি System সম্পর্কিত শব্দ। যেহেতু বিটিভি কেন, স্বাধীনতার এত বছর পরও আমরা নিজেদের একটি সুসভ্য শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি হিসেবে দাবি করতে পারি না, সেহেতু তালিকা শব্দটি আমার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই এটাকে তালিকা না বলে খেয়ালখুশি বললেই ভালো হয়। সরকারি নীতিমালার বাইরে এটি ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির ইচ্ছেরই বহিঃপ্রকাশ। পৃথিবীর উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে তারকারা বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রচারে নেমে যান। আমাদের মতো ছোট দেশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় প্রচার মাধ্যম সবেধন নীলমণি হওয়ায় তা চোখে পড়ে বেশি। হ্যাঁ বিগত সরকারের সময়ে আমাকে দীর্ঘদিন আমার মিনি পর্দার দর্শকদের সামনে থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমার কর্ম বা দর্শকপ্রিয়তায় কোনো বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। এখানে গুরুত্বপূর্ণ Factor ভক্ত জনগণ। একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করবো তা হচ্ছে, আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ থাক বা না থাক, সে দিন আমার পাশে অন্তত শিল্পীরা কেউ এগিয়ে আসেনি শিল্পীসুলভ সহমর্মিতায়। নিজেদের লজ্জার কথা নিজেই বলতে বাধ্য হচ্ছি।'

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা বিটিভিকে ব্যবহারের এ ধরনের স্বেচ্ছারিতাই আজ কালো তালিকার কাজে সহযোগিতা জুগিয়েছে। এখনই সময় পদক্ষেপ নেবার। সরকার ক্ষমতা ছেড়ে চলে গেলে তার দায়-দায়িত্ব থাকে না। অথচ সাধারণ নাগরিক ভুক্তভোগী হয়। এর দ্রুত অবসান প্রয়োজন।

মৌসুমীর প্রিয় অনুষ্ঠান

জাপানে সাংস্কৃতিক সফর থেকে ফিরে এসেই মৌসুমী ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অভিনয়, ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন আর নিজের গড়া স্কুল নিয়ে। ব্যস্ততার কারণে বেশিরভাগ দিনই মৌসুমীকে টানা দুই শিফট্ কাজ করতে হচ্ছে। কিছুদিন হলো বিটিভির উপস্থাপক ও অভিনেতা মেহেদী হাসানের সঙ্গে মৌসুমীর আবৃত্তির ক্যাসেট 'মিথিলা' বাজারে এসেছে। মৌসুমীর সঙ্গে কথা হয় তার প্রিয় অনুষ্ঠান, টিভি চ্যানেল নিয়ে। মৌসুমী বলেন, 'ব্যস্ততার কারণে ইদানীং দুই শিফটেই কাজ করতে হয়, বাড়িতে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। তারপর একটু ফ্রেশ হওয়া, খাওয়া, রেস্ট– এই করে অনেকটা সময় চলে যায়। অনেকদিন হয়তো টেলিভিশন দেখাই হয় না। আবার কোনো দিন হয়তো আগে ফিরেছি বেশ খানিকটা সময় টিভি দেখলাম– এই জন্য আমি নিজেকে একজন ভালো দর্শক মনে করি না। তারপরও কিছু প্রোগ্রাম তো থাকেই; ভালো লাগার অনুষ্ঠান তো থাকেই।' বাইরের চ্যানেলের মধ্যে মুভি চ্যানেল মৌসুমীর সবচে' প্রিয়। এইচবিও খুব ভালো লাগে। স্টার মুভিজ দেখা হয় তার মাঝে মাঝে। মিউজিক চ্যানেলগুলো একেবারেই দেখা হয় না। মূলত সময়ই এ জন্য দায়ী। মৌসুমী বলেন, 'যেহেতু আমি প্রথমত ফিল্মের লোক, সেজন্য এটির প্রতিই আমার ঝোঁক সবচে' বেশি। প্রচুর ইংরেজি ছবি, হিন্দি ছবি, এমনকি সুযোগ পেলে অন্য দেশের ছবিও দেখার চেষ্টা করি। সময়ের কারণে অনেক সময় সিডিতে ছবি দেখি। নিউজ চ্যানেল খুব একটা দেখা হয় না, মাঝে মাঝে দেখি বিবিসি'। তবে মৌসুমী খেলাধুলার দারুণ ভক্ত। সুযোগ পেলে স্টার স্পোর্টস, ইএসপিএন দারুণ এনজয় করেন তিনি। ডিসকভারি, এ্যানিমেল চ্যানেলও খুব ভালো লাগে বলে জানালেন মৌসুমী। দেশীয় টিভি চ্যানেলগুলো সেভাবে দেখা হয় না। বিটিভিতে 'ইত্যাদি' মৌসুমীর প্রিয় অনুষ্ঠানগুলোর একটি।

সেই রাতের কথা বলতে এসেছি'র শো

সম্প্রতি রাশিয়ান কালচারাল সেন্টার মিলনায়তনে সফলতা পাবার পর জার্মান কালচারাল সেন্টারে শুরু হচ্ছে 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি'র শো। শো চলবে ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর দু'দিনব্যাপী'। প্রতিদিন চলবে ৪টি করে শো। বিকাল ৫টা, ৬টা, ৭টা ও রাত ৮টা। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ; বিশ্বসভায় একটি জাতির স্পর্ধিত আবির্ভাব। নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালি তার স্বাভাবিক আবেগময় বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেই রুখে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনী ও দেশীয় অনুচরদের বিরুদ্ধে। এক অবিস্মরণীয় ঐকতানে, অদ্ভুত এক সিম্ফনিতে মিলিত হয়েছিল বাঙালি জাতি। এই একতার পেছনে আছে বাঙালি জাতির দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। আছে সুযোগ্য, দৃঢ় নেতৃত্বের কাহিনী। সেই দৃঢ় নেতৃত্বের কিছুটা কাহিনী ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন 'সেই রাতের কথা বলতে এসেছি'র নির্মাতা কাওসার চৌধুরী।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ২৫ মার্চ কালরাতে যে ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনী। সারা দেশে নির্যাতন চালানোর একখণ্ড চিত্র তিনি দেখিয়েছেন তার ছবিতে। ভয়াবহ কালরাতের সেই কাহিনী তুলে ধরছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণহত্যা দেখিয়ে। সেই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের। সেই গণহত্যার প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ছবিটি তিনি রিমেক করেছেন আর্মি অ্যাকশন, গুলি যা দেখে মনে হবে সেই দিনগুলোর লোমহর্ষক সময়। যা দেখে নতুন প্রজন্ম জানবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস।

বেঙ্গলের আসর

বেঙ্গল শিল্পালয়ে দু'দিনব্যাপী সঙ্গীত আসর শেষ হলো ১৫ সেপ্টেম্বর। আসরের প্রথম দিনে নজরুল সঙ্গীতের গুণী শিল্পী ইয়াসমিন মুশতারীর 'সেই মিঠে সুরে' নামের সিডির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য শিল্পী সুধীন দাশ। আনুষ্ঠানিকতা শেষে শিল্পী উপস্থিত শ্রোতাদের তার গাওয়া জনপ্রিয় গান থেকে বেশ কয়েকটি গান গেয়ে শোনান। আসরের দ্বিতীয় দিন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নন্দিত রূপকার শ্রীমতি শান্তি শর্মার রাগ সঙ্গীতের 'সেলিব্রেশন' নামের সিডির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াহিদুল হক।

পুনঃ মঞ্চায়ন

১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর মহিলা সমিতি মিলনায়তনে পুনঃমঞ্চায়ন হবে নাটক 'মুনতাসীর ফ্যান্টাসী'। ৭০ দশকের জনপ্রিয় মঞ্চ নাটকের মধ্যে একটি। মঞ্চায়ন করছে ঢাকা থিয়েটার। ১৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা ও ২০ সেপ্টেম্বর ১১টা এবং সন্ধ্যা ৭টায় মঞ্চায়ন হবে। মুনতাসীর চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা কামাল বায়েজীদ। সে সময় মুনতাসীর চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুজা আহমেদ। পরবর্তীতে সুজা আহমেদ বিদেশ চলে গেলে ৮০ দশকে চরিত্রটি করেন হুমায়ূন ফরীদি। সেলিম আলদীন রচিত ও নাসিরউদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত তৃতীয় পর্যায়ের মঞ্চায়নে অভিনয় করছেন- পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিমুল ইউসুফ, কামাল বায়েজীদ, রোজী সিদ্দিকি, শতদল বড়ুয়া প্রমুখ।

মুনতাসীর ফ্যান্টাসী নাটকের মহড়ার একটি দৃশ্য

স্মরণে উচ্চাঙ্গ যন্ত্র সঙ্গীত

১৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও সাধক ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে আলোচনা ও উচ্চাঙ্গ যন্ত্র সঙ্গীতের আসর। বিশ্ববরেণ্য সঙ্গীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ৩০তম ও উপমহাদেশের সঙ্গীত সাধক ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁর ৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ সঙ্গীত নিকেতন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান। আলোচনার পর উচ্চাঙ্গ যন্ত্র সঙ্গীতের আসরে সেতার বাজিয়ে শোনান ভারতের প্রখ্যাত সেতার বাদক পার্থ বোস। তাকে তবলা বাজিয়ে সহযোগিতা করেন অমিতাভ গায়েন। শরদ বাজান দেশের সুনামধন্য শরদ বাদক সাহাদত হোসেন খান।

বইপড়া কর্মসূচি শুরু

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরে জাতীয়ভিত্তিক মানসিক উৎকর্ষ কার্যক্রমের আওতায় সারা দেশে বই পড়া কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি শুরু হয়েছে বইপড়া কর্মসূচি ২০০২-২০০৩। আগ্রহী একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য যোগাযোগ করতে হবে অনুসন্ধান কক্ষ 'সুরঞ্জনা' বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র (দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা) ৪ অক্টোবরের মধ্যে। এই বই পড়া কর্মসূচি চলবে ১৮ সপ্তাহব্যাপী। আর অংশগ্রহণকারীদের পড়তে হবে ১২টি বই। বইগুলো দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা লেখকদের লেখা রুচিশীল চিত্তাকর্ষক ও উন্নতমানের গল্প-উপন্যাস ও অন্যান্য বই। ১৮ সপ্তাহ পর বইপড়া শেষ হলে অনুষ্ঠিত হবে একটি মূল্যায়ন পর্ব। মূল্যায়ন পর্বে যারা প্রথম থেকে দশম স্থান অধিকার করবে তাদের প্রত্যেককে সনদপত্র ও এক হাজার টাকার বই পুরস্কার দেয়া হবে। এছাড়াও একাদশতম থেকে চল্লিশতম স্থান অধিকারীকেও সনদপত্রসহ ৫০০ টাকার বই পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে। যারা একচল্লিশতম থেকে সত্তরতম স্থান অধিকার করবে তাদের প্রত্যেককে সনদপত্রসহ ৩০টি আকর্ষণীয় পুরস্কার দেয়া হবে। এ ছাড়াও রয়েছে ৩০টি আকর্ষণীয় পুরস্কার।

দুটি নাটকের প্রিমিয়ার শো

২০ সেপ্টেম্বর বিকালে রাশিয়ান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হবে দুটি নাটকের প্রিমিয়ার শো। নাটক দুটি পরিচালনা করেছেন অরন্য আনোয়ার। একটি নাটকের নাম দাঁড়াও অপরটি হলো যুবক খুন হবার পর। দাঁড়াও নাটকে অভিনয় করেছেন হুমায়ূন ফরীদি, সহশিল্পী তমালিকা। যুবক খুন হবার পর নাটক অভিনয় করেছেন রাইসুল ইসলাম আসাদ, মাহফুজ আহমেদ, মীর সাব্বীর, স্বপ্না ফিরদৌসী প্রমুখ।

একুশের জন্য

১২ সেপ্টেম্বর বিকালে একুশে টেলিভিশন দেখতে চাওয়ার দাবিতে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটকে পুলিশ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে সমাবেশ করতে দেয়নি। জোট কর্মসূচি আংশিকভাবে পালনের পর আগামী ২০ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং ঐ দিন বিকেল সাড়ে ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ আয়োজনের ঘোষণা দিয়েছে। নাসিরউদ্দিন ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ, গোলাম কুদ্দুছ, ড. মুহাম্মদ সামাদ, মান্নান হীরা, লিয়াকত আলী লাকী প্রমুখ। এদিকে একই দাবিতে জাদুঘরের সামনে তরুণ নাগরিকদের আহূত মৌন মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য আগত নারী-পুরুষদের পুলিশ নির্ধারিত স্থানে দাঁড়াতে দেয়নি। এমনকি তাদের প্রেসক্লাব পর্যন্ত যেতে দেয়া হয়নি।

আবৃত্তি স্বর্ণপদক

১৭ সেপ্টেম্বর বিকালে কচিকাঁচা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো অষ্টাদশ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। আয়োজনে স্বনন। অনুষ্ঠানে অকাল প্রয়াত আবৃত্তিকর্মী রোজীনা মুস্তারীন টুশি স্মরণে প্রথমবারের মতো রোজনী মুস্তারীন টুশি আবৃত্তি স্বর্ণপদক ২০০২ প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু।

বাবুর একক

২১ সেপ্টেম্বর থেকে দৃক গ্যালারিতে শুরু হচ্ছে বাবু আহমদের দশদিনব্যাপী 'দ্য গ্লীম্পস্ অব বাংলাদেশী হেরিটেজ' শিরোনামের প্রথম একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডিষ্ট্রের অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টটিভ ইউনেস্ক বাংলাদেশের মি. উলফ গ্যাং ভলমান। চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা।

রুহুল তাপস
জব্বার হোসেন